গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা

"কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ এহছানে এলাহী সচিব
সভার তারিখ	২৮ ডিসেম্বর, ২০২১
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (ভবন নং-৭, কক্ষ নং-৪২২, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক ।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান। মন্ত্রনালয়ের উপসচিব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন এ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান প্রকল্পটির প্রারম্ভিক মেয়াদকাল জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ও প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ২২৯৪৩.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ৬ টি জেলায় (ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, রংপুর, মৌলভীবাজার ও কুষ্টিয়া)বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং ১৩ টি জেলায় এর মধ্যে ৭ টি জেলায় (যশোর, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, পাবনা, সিলেট,দিনাজপুর) জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে এবং ৬টি জেলাতে (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, নরসিংদী, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ)শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিতে) নতুন অফিস ভবন নির্মাণ। তিনি সভার আলোচ্যসূচির ক্রম অনুযায়ী বিষয়বস্তু সভায় উপস্থাপন করেন।

০২ । গত পিএসসি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা:

সভায় গত ২০ সেপ্টেম্বর,২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের ৩য় পিএসসি সভার কার্যবিবরণী(পরিশিষ্ট খ) উপস্থাপন করা হয়। এতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। সভায় কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং সন্তুষ্টি ব্যক্ত করা হয়। সভায় প্রকল্প পরিচালক গত পিআইসি সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এর সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় তুলে ধরেন।

০৩। ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা:

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি সভায় তুলে ধরে বলেন যে, চলতি অর্থ বছর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮১২.২৫ লক্ষ টাকা; যা চলতি অর্থ বছরের মোট বরাদ্দের ৩১.১৫%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ১৩.৮৭ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ১৫.৪৬%। তিনি জানান যে, প্রকল্পের আওতায় উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। ২টি জেলায় (ময়মনসিংহ ও বরিশাল) ০১ তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। ৪টি জেলায় (রংপুর, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া) ০৪ তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান। এর মধ্যে রংপুর ও মৌলভীবাজার ও ফরিদপুর জেলায় ৪টির মধ্যে ৪টি তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলায় ৩য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে তিনি জানান যে, ৭টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণের কার্যক্রম চলছে। যশোর জেলার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। সকল জেলার অধিগ্রহণের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ৬টি জেলায় শ্রম অধিদপ্তরের জমিতে জেলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি কর্তৃক নরসিংদী জেলা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সকল তথ্য সংযোজন করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে। তিনি

জানান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখা, শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে থাকা ভূমিসমূহ দ্রুততম সময়ে পরিদর্শন শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে।

খ) প্রকল্পের সংশোধন ও সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন:

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হবে। বাস্তবায়নের অগ্রগতির বর্তমান বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বিগত এডিপি রিভিউ সভা এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মতামত/ সম্মতি প্রদানের জন্য আইএমইডি'তে মন্ত্রণালয় হতে আইএমইডি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। আইএমইডি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে এবং আগামী ০১ বছরের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হবে মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র চায়। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রকল্পের কার্যক্রম একবছরের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়ন পত্র এবং ০৩ বছরে সমাপ্য একটি কর্মপরিকল্পনা আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আইএমইডি'র বর্তমান কর্মপদ্ধতিতে উক্তরুপ মেয়াদ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় বর্তমানে পরিপত্রের ৩.৫ ধারা অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর ও ব্যয় ১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করার যে সুযোগ রয়েছে সে সুযোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে গত পিআইসি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আনুমানিক ৮-৯% ব্যয় বৃদ্ধিসহ ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

সভাপতি এ বিষয়ে আইএমইডি প্রতিনিধির মতামত জানতে চান। আইএমইডি'র প্রতিনিধি জানান যে, বর্তমানে আইএমইডি কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবকৃত প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হবে মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী এ প্রকল্পটি'র মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা যাচ্ছেনা; কেননা আলোচ্য প্রকল্পটি এ সময়ের মধ্যে শেষ হবেনা। সুতরাং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিছু ব্যয় বৃদ্ধিসহ মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অনুসরণ করাই যথাযথ হবে। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, বর্তমান পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যহত রাখার স্বার্থে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রকল্পটি সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

সভাপতি এ পর্যায়ে আলোচনা ও মতামতের প্রেক্ষিতে এবং পিআইসি কমিটির সুপারিশ মোতবেক ডিপিপিতে কী সংশোধন প্রয়োজন তা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক নিম্ন বর্ণিত সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন:

(I) ৬টি জেলায় বিদ্যমান ভবনসমূহের উর্ধমুখী সম্প্রসারণের (২টি জেলায় ১ তলা এবং ৪টি জেলায় ৪ তলা) প্রেক্ষিতে ঐসব ভবনসহ নতুন নির্মীতব্য ভবনসমূহের স্পেস কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে সংক্রান্ত একটি প্ল্যান চূড়ান্ত করার জন্য গত ০২/১২/২০২১ তারিখে মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি ওয়ার্কশপে বেশ কিছু বাস্তব ও যুগোপযোগী সুপারিশ পাওয়া যায়। উক্ত সুপারিশসমূহের টেকনিক্যাল এবং আর্থিক সংশ্লেষ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে নির্মাণাধীন ৪টি জেলার ৪ তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য জেলায় নতুন নির্মীতব্য ৬ তলা ভবনসমূহের জন্য একটি স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান এবং ফিনিশ শিডিউল চূড়ান্ত করা হয়। প্রনীত স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যানে যেসকল বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো: ৩য় তলায় ১টি বড় আকারের ডিআইজি কক্ষ, বঙ্গবন্ধু কর্ণার কাম লাইব্রেরি কক্ষ, প্রার্থনা কক্ষ এবং প্রশাসন শাখা স্থাপন; ৪র্থ তলায় দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শাখা স্থাপন; ৫ম তলায় সেফটি ও স্বাস্থ্য শাখা স্থাপন ও আইটি/ সার্ভার রুম-কাম-মিনি মিটিং রুম স্থাপন; ৬ষ্ঠ তলায় গেস্ট হাউজ স্থাপন (কিচেন ও ডাইনিং সুবিধাসহ); ৩য়-৬ষ্ঠ তলায় আলো প্রবেশের সুবিধার্থে ২য় তলার ট্রেনিং রুমের সামনে ওয়েটিং লাউঞ্জ কাম ওপেন স্পেস তৈরি; ২য় তলায় বড় আকারের মাল্টিপারপাস কনফারেন্স রুম স্থাপন এবং বিদ্যমান কনফারেন্স রুম পরিবর্তন করে ট্রেইনিং রুম কাম গণশুনানী রুম

স্থাপন, জেনারেল সেকশন স্থাপন এবং একটি ডে-কেয়ার- কাম ব্রেস্ট ফিডিং কাম নারীবান্ধব কক্ষ স্থাপন। উল্লেখ্য, ২য় তলা ইতোপূর্বের প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণকৃত বিধায় এ প্রকল্পের অধীনে দেয়াল ভাঙা, নতুন দেয়াল তৈরী, মাল্টিপারপাস কনফারেন্স রুমের আসবাব, ইন্টিরিওর এবং শব্দ ও আলো যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রাখার প্রয়োজন হবে; ভবনে আলো প্রবেশের সুবিধার্থে দোতলার ট্রেনিং রূমের উপরের অংশে উপরের ৪টি ফ্লোরে (৩য়-৬ষ্ঠ) বাহিরে ইটের দেয়ালের পরিবর্তে কার্টেন গ্লাস স্থাপন; ছাদে প্লাষ্টিকের পানির ট্যাংকি না দিয়ে চিলেকোঠার উপরে কংক্রিটের পানির ট্যাংক স্থাপন; ভবন ঠান্ডা রাখার সুবিধার্থে রেইজড প্লাটফরম রুফ গার্ডেন কাম রিফ্রেসমেন্ট এরিয়া স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা; দুইটি জেলায় (ময়মনসিংহ ও বরিশাল) বিদ্যমান ডিজাইন বা চলমান নির্মাণ কাজের কোনো পরিবর্তন না করা; সকল কক্ষে কৃত্রিম সিলিং নির্মাণ না করে শুধু করিডোর এবং বিশেষায়িত কিছু কক্ষে কৃত্রিম সিলিং তৈরি করা (এতে ব্যয় হ্রাস হবে); করিডোর বা বিশেষায়িত কক্ষসমূহের কৃত্রিম সিলিং সমূহ আরও উন্নত মানের করা; সিড়িতে গ্রিল ও কাঠ না দিয়ে এস এস স্টিল ও গ্লাস দেওয়া; ইত্যাদি। এসব কাজে নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলণ কিছুটা বাড়বে।

(II) প্রণীত প্ল্যান অনুযায়ি ফ্লোরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ডিপিপিতে কিছু জেলায় ০৫ তলা এবং কিছু জেলায় ০৬ তলা ভবনের সংস্থানের অসামঞ্জস্যতা দূর করা দরকার। ডিপিপি'র অন্তর্ভুক্ত ৯টি জেলায় ৫ তলা ভবনের স্থলে ৬ তলা ভবনের সংস্থান করা প্রয়োজন; এবং এতে কিছু ব্যয় বৃদ্ধি হবে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, প্রণীত স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান অনুযায়ি ৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হলে প্রথম থেকেই সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসার স্থান ও আনুষংগিক সুবিধাদি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হবে। একবার একটি ভবন নির্মাণ হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করা খু্বই সময়সাপেক্ষ এবং জটিল। বর্তমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ি পূর্ণাঙ্গ নতুন নিয়োগ হলে ময়মনসিংহ ও বরিশালে স্থানের নির্মিত ভবনে স্থান সংকুলান করা সম্ভব হবেনা; কেননা ঐ দুইটি ভবনের আয়তন অনেক ছোট এবং ভবন বর্ধিত করার মত কোনো জমি নেই। উক্ত দুই জেলার ক্ষেত্রে এই স্পেস ইউটিলাইজেশন প্ল্যান ব্যবহার করা হবেনা।

(III) প্রকল্পের গাড়ী ক্রয় করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা থাকায় এবং প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯টি জেলায় বিস্তৃত থাকায় একটি গাড়ী ভাড়ার সংস্থান ১০ মাসের স্থলে ৪০ মাস করা প্রয়োজন। অন্য খাত হতে ব্যয় হ্রাস করে এই খাতে ব্যয় সমন্বয় করার প্রস্তাব করা হচ্ছে বিধায় এ প্রস্তাবে নতুন কোন অর্থের সংস্থান প্রয়োজন হবেনা।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, বিগত ২৬/১২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলো বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সুপারিশকৃত হয়েছে বিধায় প্রস্তাবসমূহ স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হতে পারে। সভাপতি বলেন যে, প্রকল্পটির যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে পিআইসি সভার সুপারিশক্রমে সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ সংযোজনপূর্বক বিধিমোতাবেক ব্যয়বৃদ্ধিক্রমে ডিপিপি সংশোধন ও প্রকল্প মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করা যেতে পারে।

প্রকল্প পরিচালক সভায় ডিপিপি'র আরও কিছু ছোট খাট ব্যয় সমন্বয়ের এবং ৩য় পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পিপিআর অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) প্রদানে ফার্ম নিয়োগ এবং আসবাবপত্র/ যন্ত্রপাতির ক্রয় প্রক্রিয়া (জেলা ভিত্তিক) সংক্রান্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশোধিতব্য ডিপিপিতে সংযুক্ত প্রয়োজন মর্মে সভায় উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপি'তে যেসকল ছোটখাটো পরিবর্তন বা সমন্বয় প্রয়োজন সেগুলো সংশোধিত ডিপিপিতে সংযোজনপূর্বক অবিলম্বে প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) প্রকল্পের জনবল নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন:

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের জনবল নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক ব্যতীত মোট ৫ জন জনবল অতিরিক্ত দায়িত্বের মাধ্যমে পূরণের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু অধিদপ্তরে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মত পর্যাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে। এ কারণে প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্বের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তন করে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগের জনবল কমিটিতে

প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন। কেননা জনবল ছাড়া এতবড় একটি প্রকল্প আর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রতিনিধি পরিপত্র মোতাবেক জনবল পরিবর্তন করার প্রস্তাব সম্বলিত ১ম সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নিষ্পন্ন করার বিষয়ে বাঁধা রয়েছে বিধায় বিষয়টি ভালোভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, জনবলের কোনো পরিবর্তন প্রস্তাব করা হচ্ছেনা; বরং শুধুমাত্র জনবল নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আউটসোর্সিং বাবদ ব্যয়ের সংস্থান ইতোপূর্বে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ফলে এটি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ১ম সংশোধন করার যে পরিধি পরিপত্রে বর্ণনা করা আছে তার ব্যত্যয় ঘটাবে না। সভায় বিষয়টি নিয়ে বিষদ আলোচনান্তে জনবল নিয়োগের পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের প্রস্তাবে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

০৪। সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখা, শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে থাকা ভূমিসমূহ দ্রুততম সময়ে পরিদর্শন শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে;

খ. সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত পরিপত্রের ২.২ ধারা অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০১ বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ৮-৯% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো;

গ. মূল ডিপিপিতে উল্লিখিত প্রাক্কলন অনুসরণ করে ৯টি জেলায় ৫তলা ভবনের সংস্থান পরিবর্তন করে ৬ তলা ভবন নির্মাণের সংস্থান এবং প্রণীত স্পেস ইউটালাইজেশন প্ল্যান, মূল ভবনের আকার আকৃতি পরিবর্তন না করে নির্মীয়মান ও নির্মিতব্য ভবনসমূহের অভ্যন্তরীণ বিণ্যাস পরিবর্তন এবং ফিনিশ শিডিউলের পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের ফলে স্বল্প ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো (শুধুমাত্র নির্মাণাধীন ৪টি জেলার ৪তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ সহ অন্যান্য জেলার নির্মীতব্য ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের ক্ষেত্রে);

ঘ. প্রকল্পের আওতায় আওতায় গাড়ী ভাড়ার সময়কাল বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

ঙ. প্রকল্পের ৫ জন জনবল নিয়োগের পদ্ধতি অতিরিক্ত দায়িত্বের স্থলে আউটসোর্সিং- এর মাধ্যমে নিয়োগের অনুমোদনের জন্য সংশোধন প্রস্তাব অর্থ বিভাগের জনবল কমিটিতে প্রেরণ করা যেতে পারে;

চ. পিপিআর অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদ্ধতি এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান আয়োজনে ফার্ম নিয়োগ এবং আসবাবপত্র/ যন্ত্রপাতির ক্রয় প্রক্রিয়া (জেলা ভিত্তিক) সংক্রান্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশোধিতব্য ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে এবং

ছ. উপরিউক্ত সকল সংশোধনের প্রস্তাব একত্রিত করে অবিলম্বে সংশোধিত ডিপিপি ডিপিইসি সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিদর্শক (ডাইফ) এবং প্রকল্প পরিচালক।

০৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৮.১৪.০০২.২১.২

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৮
০৫ জানুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৩) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৪) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৫) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৬) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), অতিরিক্ত মহাপরির্দশকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭) প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৮) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

৯) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১১) উপ সচিব, বাজেট-১৩ শাখা, অর্থ বিভাগ

১২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর

১৩) নির্বাহী স্থপতি , বিভাগ-৬, স্থাপত্য অধিদপ্তর

১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব